

গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট
ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন উইং

ব্যাংকসমূহে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪)

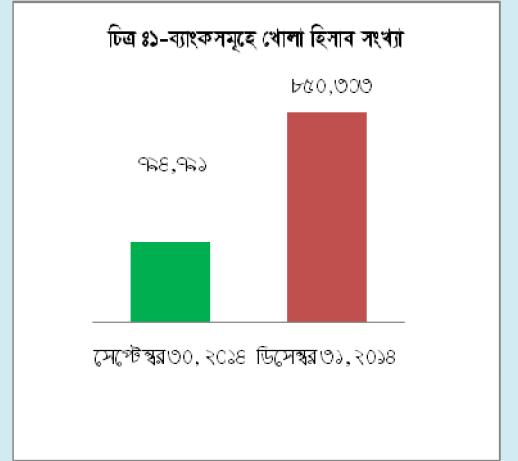
বাংলাদেশকে Financial Inclusion এর মডেল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কুল ব্যাংকিং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের একটি অন্যতম পদক্ষেপ। স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সেবাভুক্তি বৃদ্ধি করা স্কুল ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্কুল ব্যাংকিং প্রচলন করার জন্য নভেম্বর ০২, ২০১০ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২ এর মাধ্যমে সকল তফসিলী ব্যাংককে পরামর্শ দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকগুলো ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আকর্ষণীয় মুনাফাসহ বিভিন্ন স্কীমে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-০৭ তারিখঃ অক্টোবর ২৮, ২০১৩ এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে হতে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করার নির্দেশনা দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকগুলো ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করেছে।

ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৫০,৩০৩(আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত তিন) টি হিসাব খোলা হয়েছে। হিসাবগুলোর বিপরীতে মোট জমা হয়েছে ৭১৭.৪৯ কোটি (সাতশ সতের কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা। বাংলাদেশে কার্যরত ৫৬টি তফসিলী ব্যাংকের মধ্যে ৪৯টি ব্যাংক এ হিসাব খোলা কার্যক্রম চালু করেছে। ব্যাংকগুলো হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ ভিত্তিক খোলা হিসাবের বিস্তারিত নিম্নের ছক-১ এ তুলে ধরা হলো :

ছক-১ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ ভিত্তিক স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের বিস্তারিত তথ্যঃ						
মোট হিসাব	মোট স্থিতি (কোটি টাকায়)	হিসাব সংখ্যা		চলতি ত্রৈমাসিকে জমা	চলতি ত্রৈমাসিকে উত্তোলন	চলতি ত্রৈমাসিকে এটিএম/পিওএস এর মাধ্যমে উত্তোলন (কোটি টাকায়)
		পল্লী শাখা	শহর শাখা			
৮,৫০,৩০৩	৭১৭.৪৯	৩,০৭,৭৬৪	৫,৪২,৫৩৯	৩০৭.৪৩	১৭৯.৫২	২২.৩৯

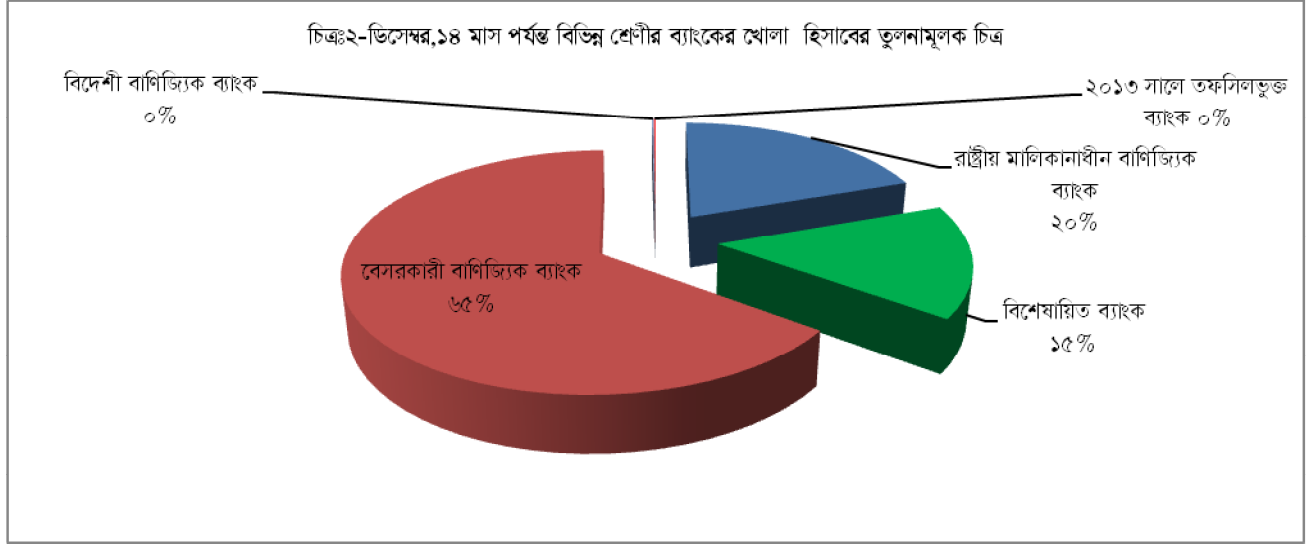
ছক-২ঃ সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর, ২০১৪ ভিত্তিক স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের তথ্যঃ

ব্যাংকসমূহ	হিসাব সংখ্যা		হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি
	সেপ্টেম্বর ৩০, ১৪	ডিসেম্বর ৩১, ১৪	
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	১,৩৭,৯৭৬	১,৬৬,৮৯৫	২৮,৯১৯
বিশেষায়িত ব্যাংক	১,২১,৫৭২	১,৩০,৭৯৯	৯,২২৭
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫,৩৩,৪০২	৫,৫০,৪২৬	১৭,০২৪
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	১,২৫৮	১,২৬৯	১১
২০১৩ সালে তফসিলভুক্ত ব্যাংক	৫৮৩	৯১৪	৩৩১
সর্বমোট	৭,৯৪,৭৯১	৮,৫০,৩০৩	৫৫,৫১২



ছক-২ এর তথ্য অনুসারে স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৫৬টি (নতুন ০৯টি তফসিলী ব্যাংকসহ) ব্যাংকের মধ্যে ৪৯টি ব্যাংকে রক্ষিত মোট হিসাবের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬.৩৯ লক্ষ। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৪৯টি ব্যাংকে মোট হিসাবের সংখ্যা ৫৫,৫১২টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত বার) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮.৫০ লক্ষ। ০৯টি বিদেশী ব্যাংকের মধ্যে ০৮টি ব্যাংক (সিটিব্যাংক এন.এ ব্যতীত) স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। বিদেশী ব্যাংকগুলোর হিসাব সংখ্যা ১,২৬৯টি। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে তফসিলভুক্ত নতুন ০৯টি ব্যাংকের মধ্যে ০৩টি ব্যাংক(মেঘনা ব্যাংক লিঃ, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এবং এনআরবি ব্যাংক লিঃ) স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় হিসাব খুলেছে। এ তিনটি ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা ৯১৪টি।

খ্রীন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট
ফিন্যান্সিয়াল ইনকুশন উইং



ছক-৩ঃ সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর, ২০১৪ ভিত্তিক খোলা হিসাবে স্থিতি তুলনামূলক অবস্থানঃ

ব্যাংকসমূহ	(কোটি টাকায়)		
	সেপ্টেম্বর, ২০১৪	ডিসেম্বর, ২০১৪	স্থিতি হ্রাস/বৃদ্ধি
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৩৪.৫৯	১৭৪.৯৭	৪০.৩৮
বিশেষায়িত ব্যাংক	৮.৫৬	১১.৬৫	৩.০৯
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৮২.৬৬	৫২৭.১৩	৪৪.৪৭
বিদেশী ব্যাংক	১.৮৯	১.৮৯	০
২০১৩ সালে তফসিলভুক্ত ব্যাংক	১.৪২	১.৮৫	০.৪৩
সর্বমোট	৬২৯.১২	৭১৭.৪৯	৮৮.৩৭

চিত্রঃ৩-ব্যাংকসমূহে খোলা হিসাবে স্থিতি

মাস	খোলা হিসাবের মোট (কোটি টাকায়)
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৪	৬২৯.১২
ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪	৭১৭.৪৯

ছক-৩ এর তথ্য অনুসারে স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে (নতুন ০৯টি তফসিলী ব্যাংকসহ) ৪৯টি ব্যাংকে মোট স্থিতি ছিল প্রায় ৬২৯.১২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৪৯টি ব্যাংকে মোট স্থিতি ৮৮.৩৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৭১৭.৪৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ছক-৪ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ ভিত্তিক শীর্ষ পাঁচ ব্যাংকের হিসাব ও টাকার স্থিতির হালনাগাদ তথ্যঃ

শীর্ষ পাঁচ ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা			
ক্রম	ব্যাংকের নাম	হিসাব সংখ্যা	মোট হিসাবের শতকরা হার (%)
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১,৭৮,৭৫১	২১.০২
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৯৪,২০০	১১.০৮
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৯০,৫৯৬	১০.৬৫
৪	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৬৯,০৮৪	৮.১২
৫	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৫,৫১৫৯	৬.৪৯

শীর্ষ পাঁচ ব্যাংকের স্থিতি			
ক্রম	ব্যাংকের নাম	স্থিতি (কোটি টাকায়)	মোট স্থিতির শতকরা হার (%)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ	১৮৩.৬৬	২৫.৬০
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	১৫৯.৫৮	২২.২৪
৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৬৫.১৪	৯.০৮
৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ	৬১.১৫	৮.৫২
৫	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ	৬০.২১	৮.৩৯

খ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট
ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন উইং

স্কুল ব্যাংকিং এ ব্যাংকসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন :

স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৯টি ব্যাংকের মাধ্যমে পল্লী এবং শহর এলাকায় হিসাব খোলা হয়েছে। ব্যাংকসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ ত্রৈমাসিকে পল্লী এবং শহর এলাকায় হিসাব খোলার অনুপাত ৩ঃ৫। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (নতুন তিনটি ব্যাংক বাদে) হিসাব সংখ্যা সর্বোচ্চ প্রায় ৫.৫০ লক্ষ (যা মোট হিসাব ৮.৫০ লক্ষ এর এর ৬৫%) এবং স্থিতি প্রায় ৫২৭.১৩ কোটি টাকা (যা মোট স্থিতি ৭১৭.৪৯ কোটি টাকার ৭৩.৪৭%)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খোলা হিসাব সংখ্যা এবং মোট স্থিতি অন্যান্য শ্রেণীর ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা এবং মোট স্থিতির তুলনায় সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

হিসাবে জমা ও উত্তোলনঃ চলতি ত্রৈমাসিকে ব্যাংকগুলোতে এসব হিসাবে প্রায় ৩০৭.৪৩ কোটি টাকা জমা হয়েছে এবং প্রায় ১৭৯.৫২ কোটি টাকা হিসাবসমূহ হতে উত্তোলন করা হয়েছে যার মধ্যে এটিএম এর মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়েছে প্রায় ২২.৩৯ কোটি টাকা।

সর্বোচ্চ হিসাব ও স্থিতির ভিত্তিতে শীর্ষ ব্যাংকঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সর্বোচ্চ ১,৭৮,৭৫১ টি (এক লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশ একাল্ল যা মোট হিসাবের ২১.০২%) হিসাব খুলেছে এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড স্থিতির ভিত্তিতে শীর্ষে (প্রায় ১৮৩.৬৬ কোটি টাকা যা মোট স্থিতির ২৫.৬০%) অবস্থান করছে।

ছক-৫ঃ ডিসেম্বর, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা হিসাবের তথ্য

ব্যাংকসমূহ	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৫৪	১,৯৬১	২৭,১৫৬	১,৬৬,৮৯৫
বিশেষায়িত ব্যাংক	৬৩৭	১,৭৮১	৩২,৯৮৩	১,৩০,৭৯৯
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৭,৮৩০	১,২৮,৪২১	২,৩৫,১৬৮	৫,৫১,৩৪০
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৫৯	৩৭৪	৪৯৫	১,২৬৯
সর্বমোট হিসাব	২৯,০৮০	১,৩২,৫৩৭	২,৯৫,৮০২	৮৫০,৩০৩

ছক-৬ঃ ডিসেম্বর, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা হিসাবে টাকার স্থিতির তথ্য (কোটি টাকায়)

ব্যাংকসমূহ	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	১.১৬	০.১৯	২.৯২	১৭৪.৯৭
বিশেষায়িত ব্যাংক	০.১৭	০.৩১	৩.০১	১১.৬৫
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৯.০৪	৯৪.৯৩	২৯৬.৯৩	৫২৮.৯৮
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	০.৪২	১.০৮	২.৯৩	১.৮৯
সর্বমোট	৩০.৭৯	৯৬.৫১	৩০৫.৭৯	৭১৭.৪৯

মন্তব্যঃ ব্যাংকসমূহে গত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৪ তারিখ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ তারিখ, এ ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭% এবং এসব হিসাবে টাকার স্থিতি বেড়েছে প্রায় ১৪%। এ ত্রৈমাসিকে বিদেশী ব্যাংকগুলোর অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮৭% এবং স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৫%। অন্যদিকে, ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর বার্ষিক হিসাব খোলা কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলোতে হিসাব সংখ্যা ও স্থিতি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।